বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্দোলন চলছেই

বিশেষ প্রতিনিধি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

০৩ জুলাই, ২০২৪
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

সর্বজনীন পেনশন প্রত্যয় স্কিমকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে এটি প্রত্যাহারের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গতকাল বুয়েট ক্যাম্পাসে। ছবি : কালের কণ্ঠ

সর্বজনীন পেনশনের ‘প্রত্যয়’ স্কিমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তি প্রত্যাহার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুপারগ্রেডে অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রবর্তনের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের মতো সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ডাকে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

গতকাল কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। বন্ধ ছিল লাইব্রেরিও।

সর্বজনীন পেনশনের প্রত্যয় স্কিম

- সরকারি চাকুরেদের একই পেনশন চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা
- আজ ফেডারেশনের বৈঠক
- দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে
- পেনশন কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান

সনদ, নম্বরপত্র উত্তোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোও বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন শিক্ষার্থীরা।

গতকাল ‘প্রত্যয়’ স্কিম নিয়ে কিছু বিষয়ে অধিকতর স্পষ্টীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ। সেখানে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধাগুলো বিস্তারিত তুলে ধরেছে। এতে শিক্ষকদের চাকরির বয়স ৬৫ বছর থাকা, উচ্চতর পদে নিয়োগ হলে নতুন নিয়োগ হিসেবে গণ্য না করা, অর্জিত ছুটি প্রাপ্যতার ভিত্তিতে দেওয়াসহ নানা বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

এগুলোই মূলত শিক্ষকদের দাবি।

কিন্তু শিক্ষকরা এখনই আন্দোলন থেকে সরে আসছেন না। তাঁরা পেনশন কর্তৃপক্ষের এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হলেও অন্যদের থেকে আলাদা।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতো পুরোপুরি সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। ফলে সরকারি চাকরিজীবীদের সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একই স্কিমে না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তবে কর্মসূচিতে কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা আসতে পারে, যা আজ বুধবার রাতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বৈঠকে চূড়ান্ত হবে।

ফেডারেশনের মহাসচিব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া গতকাল রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমরা প্রায় তিন মাস আগে থেকে আমাদের আন্দোলন শুরু করেছি। পেনশন কর্তৃপক্ষ এখন যে ব্যাখ্যাটা দিল, সেটা যদি আগে থেকে দিত, তাহলে হয়তো আন্দোলনে এত দূর আসতে হতো না।

মূলত আমাদের চূড়ান্ত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা এই ব্যাখ্যাটা দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমরা এতেই আন্দোলন থেকে সরছি না। আমাদের যদি প্রত্যয় স্কিমে যুক্ত করা হয়, তাহলে সরকারি অন্য চাকরিজীবীদের কেন আলাদা দুটি স্কিমে যুক্ত করা হবে? বিদ্যমান ব্যবস্থায় তো আমরা একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাই। তাহলে আমরা জানতে চাই, ওই দুটি স্কিমে কী আছে?’

অধ্যাপক মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘আমাদের কথা একটাই—সরকারি অন্যান্য চাকরিজীবীর জন্য যে স্কিম করা হচ্ছে, আমাদের সেখানে যুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আগামী বছরের জুলাই থেকে সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আনা হোক। এ জন্য আমাদের সঙ্গে বসতে হবে।’

তবে সর্বজনীন পেনশনের প্রত্যয় স্কিম বাতিলের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। গতকাল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অর্থমন্ত্রীর অফিসকক্ষে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াংমিং ইয়ংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি ‘প্রত্যয়’ স্কিম নিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলনের কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না বলে জানান।

এদিকে সর্বাত্মক কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল দুপুর ১২টা থেকে প্রায় ২টা পর্যন্ত কলা ভবনের প্রধান ফটকের ভেতরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে ঢাবি শিক্ষক সমিতি। এ সময় সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নিজামুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী যখন সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রণয়ন করেছেন, আমরা তখন স্বাগত জানিয়েছি। কিন্তু আমরা বৈষম্যের প্রত্যয় স্কিমের বিরোধিতা করছি। পেনশন কর্তৃপক্ষ এখন যে সুযোগ-সুবিধার কথা বলছে, তা এত দিন কোথায় ছিল?’

ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের ক্ষতির বিষয়ে নিজামুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘এটি সবার জন্য দুঃখজনক ঘটনা। শিক্ষার্থীদের ক্লাসে না নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি। আমাদের দাবি যখন পূরণ হয়ে যাবে, তখন যে সেশনজট বা যে পরিমাণ ক্ষতি হবে, সেটা আমরা স্পেশাল ক্লাস ও স্পেশাল পরীক্ষা নিয়ে পূরণ করে দিতে পারব।’

গতকাল সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।

তবে প্রশাসনিক ভবন বন্ধ থাকায় জরুরি সার্টিফিকেট, মার্কশিট উত্তোলনসহ জরুরি কাজগুলো করতে পারছেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। মেহেদী হাসান বাপ্পি নামের ঢাকা কলেজের এক

ছাত্র বলেন, ‘ফল পুনর্মূল্যায়নের জন্য এসেছি। আমাদের ফরম পূরণের ডেট শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসে দেখি সব রুমে তালা মারা। কী যে এক পরিস্থিতি!’

অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মোতালেব কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমরা মেডিক্যাল সেন্টার খোলা রেখেছি। জরুরি চিকিৎসা কাজে আমাদের কর্মকর্তা-কর্মচারী যাঁদের দরকার, তাঁদের কাজ করতে কোনো বাধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ, হলের পানি, পয়োনিষ্কাশন—এমন সব জরুরি কাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা করছেন।’

গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শহীদ মিনারের সামনে জবি শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে অবস্থান কর্মসূচিও পালন করেন শিক্ষকরা। সেখানে আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাসুম বিল্লাহ বলেন, বৈষম্যমূলক প্রত্যয় স্কিম ও পেনশন প্রজ্ঞাপন শুধু অর্থের বিষয় নয়, এখানে শিক্ষকদের মান-মর্যাদা জড়িত।

অধ্যাপক শামীমা বেগম বলেন, ‘আমরা আমাদের জন্য আন্দোলন করছি না। আমাদের পরবর্তী ভবিষ্যতের আন্দোলন করছি। আমরা সম্মানি চাই না, সম্মান চাই।’

জবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. শেখ মাশরিক হাসান বলেন, ‘যত দিন পর্যন্ত বৈষম্যমূলক প্রজ্ঞাপন বাতিল না হয়, তত দিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।’

সারা দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও দ্বিতীয় দিনের মতো সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে। ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

[প্রতিবেদনটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা]